22

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...19 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষার্থীরা বিপাকে

রেজানুর রহমান ॥ এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত নূতন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হইবে না। বিগত বছরগুলিতে ৮ম শ্রেণী পাশের পর ৩ বছর পড়াশুনা করে নাই, এইরূপ ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট কোন স্কুলের মাধ্যমে বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। চলতি বছর

(১০ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত

(১ম পৃঃ পর)

একটি বিশেষ কারণে সরকার এই নিয়ম পরিবর্তন করিয়াছে। নূতন নিয়মে ৯ম শ্রেণীতে কিছু দিন ক্লাশ করিয়াছে অথবা বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন রহিয়াছে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারিবে।

৫ শত প্রশ্নের নির্ধারিত 'প্রশ্ন ব্যাংক'-এর মাধ্যমে পরীক্ষা দেওয়ার শেষ সুযোগ পাইবে ১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। এই শেষ সুযোগ গ্রহণ করার জন্য নীচের ক্লাশের অনেক ছাত্র-ছাত্রী পূর্বের নিয়মে একটি স্কুলের ৮ম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট দেখাইয়া বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে এস,এস,সি পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, শেষ সুযোগ গ্রহণের জন্য কোন কোন স্কুলে ৭ম, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হওয়ার চেষ্টায় নামিয়াছে। ৭ম, ৮ম শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। ফলে বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

একটি সূত্র জানায়, মাত্র এক মাসের ব্যবধানে ঢাকা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃথক দুইটি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ৪ঠা অক্টোবর ঢাকা বোর্ড হইতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ৮ম শ্রেণী পাস করার পর অনূর্ধ ৩ বছর পড়াশুনা করে নাই এইরূপ ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন করিয়া 'প্রাইভেট' হিসাবে এস, এস,সি পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্কুল প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের অর্থের বিনিময়ে নির্ধারিত ফরম সরবরাহ করিতে থাকে। কোন কোন স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। ৫ই নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় নূতন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় স্কুলগুলিও বিব্রতকর অবস্থায় পড়িয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষিত নূতন সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে, বোর্ডের অধীনে যে কোন অনুমোদিত বিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর নাম রেজিষ্ট্রেশন হইয়াছে এবং উক্ত রেজিষ্ট্রেশন মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই এস,এস,সি পরীক্ষার নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে তাহাদেরকে অবশ্যই মূল রেজিষ্ট্রেশন কার্ড আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

রেজিষ্ট্রেশনধারী কোন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রথমবার অকৃতকার্য হইলে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করিলে, রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ আছে এইরূপ ছাত্র-ছাত্রীরাও নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে 'প্রাইভেট' হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর ঢাকা বোর্ডে এস এস সি প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৯ শত ৬৯। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ছিল ১৭ হাজার ৪৪০ এবং মহিলা ছিল ১১ হাজার ৮১৩।